আশ্চর্য্য একটি সম্পূর্ণ সত্যি ঘটনা

কবরে জ্যান্ত ছেলে

কবি—কানাই লাল বিশ্বাস

প্রকাশক—গৌরচন্দ্র রায়

দম্‌দম্‌ জংশন কলিকাতা-৩০

মূল্য দশ পয়সা

* কবিতা আরম্ভ *

ধন্য ধন্য ঈশ্বরের মহিমা কে বুঝিতে পারে,
পয়দা হল সন্তান এক অন্ধকার কবরে
মোর্দ্দা লাসের পেটে ২ সত্য বটে আজব ঘটনা
মুর্শিদাবাদ জেলার ঘটনা বেলডাঙ্গা তার থানা
গ্রাম বেগম বাড়ী ২ আবদুল বারী ভাড়াটে নৌকা বায়
তাহার বিবি জহুরা খাতুন গর্ভবতী হয়
গর্ভ নয় মাহিনায় ২ দুই মেয়ে আর আছে তার সংসারে
৭ দিনের খরচ দিয়া বাড়ী যায় যমুনা পারে।
সেখানে ভাড়া রয় ২ বাড়ীতে রয় বিবি আর দুই মেয়ে
৭ দিনে আসিবার কথা পথের পানে চেয়ে
১২ দিন কেটে গেল ২ হায় কি হল কাঁদে জহুরা
তিনদিন উপোস মেয়ে দুটি তার হয়েছে মরা মরা
জহুরার জ্ঞান হারাল ২ অস্থির হল প্রাণ ছটফট করে
কঠিন নিদামে আল্লা তারাও রহম করে।
মেয়েদুটি কোলে নিয়ে ২ খোদাভাবিয়া বাড়ীর বাহিরহয়
বাড়ীর কাছে ছিল ধনী এক তাহার বাড়ী যায়।
সাহায্য নাহি পেল ২ ধনী বলে ঘর দুইখানি দাও
ঘর বেচিলে টাকা দেব নয়ত চলে যাও।
জহুরা পায় ধরিয়া ২ কয় কাঁদিয়া তুমি ধর্ম বাপ
স্বামীর অজানা ঘর বেচিলে হবে মহা পাপ

টাকা কর্জ্জ দাও ২ যে সুদ চাও তাহাই তোমায় দিব
দুই টাকা দাও স্বামী এলে পাঁচ টাকা তোমায় দেব
বড়লোক রাজী না হয়২ রাগকরে কয় ভাইয়ের বাড়ীযাও
তাহার তো অবস্থা ভাল টাকা কর্জ্জ চাও।
আমার টাকা নাই ২ কিনে খাই নাই চাল ঘরে
জবাব শুনে হায় জহুরার চোখের পানি ঝরে
পাও ছেড়ে দিল ২ তুলে নিল দুটি মেয়ে কোলে
টলতে টলতে জহুরা ভাইয়ের বাড়ী চলে
হাটিবার শক্তি নাই ২ পেটে নাই তিন রতি দানা
কথা বলিবার শক্তি নাই মেয়ে দুইটি ভাত বিনা
হয়েছে মরা মরা ২ এখন তারা দাঁড়াতে না পারে
যেখানে নামায়ে দেয় সেখানে শুয়ে পড়ে
সন্ধ্যার সময় ২ জহুরা হায় গেল ভাইয়ের বাড়ী
ভাবী ভাত রাধিতেছিল ভাই আছে বারবাড়ী
জহুরা হাজির হলো ২ বসে পড়িল ভাবীর বারান্দায়
কথা কহিবার শক্তি নাই ডাকে ইশারায়।
ভাবীরা কাছে এল ২ শুধাইল কি সমাচার বল
স্বামী বাড়ী নাই অভাব অভিযোগ ভাবীকে জানাইল
একসের চাউল দিবে ২ পরকালে শুধবো তোমার ঋণ
তোমার গুণ গাহিব ভাবী বাচবে যত দিন

স্বামী বাড়ী এলে ২ এর বদলে দুই সের চাউল দিব
যখন ডাক এসে তোমার কাজ করে দিব।
আমাদের প্রাণ বাঁচাও২ মুখপানে চাও দেখ দুইটিমেয়ে
তিন রাত তিন দিন আছে না খেয়ে
ওদের প্রাণে বাচাও ২ কি কিরব ময়জানের মা ঘরে
চাউল যা ছিল

ধরি তোমার পায় ভাবি উত্তর দিল
রান্না তুলে দিচ্ছি ২ ছুয়ে বলছি মিথ্যা কথা নয়
কথা শুনে জহুরা খাতুন দম ধরিয়া রয়
হায় হায় উপায় কি ২ ও ভাবী কি করি এখন
যাই বাড়ী যাই বোধ হয় স্বামী এল এতক্ষণ
জহুরা মেয়ে দুইটিকে ২ তুলে নিয়ে বাড়ীর পথে চলে
পাও চলে না মাথা ঘোরে বসে গাছের তলে
কোলে দুইটি মেয়ে ২ দেখে চোখে পলক নাই
চিৎকার উটে জহুরা ওরে মালিক সাই
তুমি কি করিলে ২ কেড়ে নিলে আমার বুকের ধন
বেহুস হল জহুরা খাতুন দাঁত লাগে তখন
চিৎকার শুনে কানে ২ ভাবে মনে জব্বারে মা বুড়ি
চিৎকার দিয়া কে উঠিল চল তাড়াতাড়ি
দেখে নিঃশ্বাস নাই ২ ভাইরে ভাই আজব এক ঘটনা
ভাত না পেয়ে মারা গেল মানুষ তিন জনা

ভাইয়েরা সংবাদ পেল ২ ছুটে এল দেখে কি ব্যাপার
ভাত ব্যাগরে মারা গেল গোলা ভরা ধান আমার
ও তুই কেন গেলি না ২ জানালি না তোর বিপদের কথা
চাউল কর্জ্জ চায় জহুরা ভাই বৌ সে কথা
গোপন করে ছিল ২ জানাজা হল চলে গোরস্তানে
দুই পাশে দুই মেয়ে জহুরার কবর মাঝখানে
এদিকে আবদুল বারী ২ তাড়াতাড়ি করছে বিদেশে
উবল টাকা দিন রাত তাড়া লাইন গেছে ভেসে
বর্ষার দারুণ বেগ ২ দেড়শ খানেক টাকা জমা হল
টাকা রুজীর খেয়ালে বাড়ীর কথা যে ভুল হল
কাটিল ১৪ দিন - ১৫ দিন রাত্র প্রভাত বাসে।
সপনে দেখে আবদুল বারী জহুরার দুই কোলে
তাহার দুইটি মেয়ে ২ দেখে চেয়ে স্বপনে আবদুল বারী
আব্বা আব্বা রব ধরিয়া করছে মাতন জারী।
ক্ষুধার যন্ত্রনায় ২ ঘুম ভেঙ্গে যায় বারী উঠে কাঁদিয়া
লগী তুলিয়া নৌকা দিল যে ছাড়িয়া।
চলে পোনেদশ ২ বাড়ী পানে শুধু হাহাকার
এক বস্তা চাউল আর শাড়ী জহুরার।
কিনল বাজার হতে ২ দোকান হতে ই মেয়ের জন্য
কিনিল জামা খেলনা পুতুল আবেগ ভরা মনে।

আহা মা ময়জান ২ প্রাণের মতিজান কখন বাড়ী যাবো
চুমু দিয়ে সোনার মুখে কোলে তুলে নিব
হাতে খেলনা দিব ২ মাপ নিব আমার অপরাধ
বেঁচে তোরা আছিস কি না মন মানে না বাধ।
বাড়ী নৌকা চালায় ২ প্রাণপণে হায় গ্রামের ঘাটে গেল
বেলা তখন নয়টা বাজে ডাঙ্গায় উঠে দেখিল।
গোরস্তানের মাঠে ২ ভর জমেছে শত শত লোক
কি যেন দেখছে তারা আবদুল বারীর চোখ।
গোরস্তানের পানে ২ বাড়ীর প্রাণে হায় কি আন্দেসা।
ছেলে বুড়ো সব গোর ময়দানে কাকে জিজ্ঞাসা
করিবে বিবরণ ২ বাড়ী তখন নিজেই হেটে যায়
দূর থেকে দেখে তিনটে কবর দেখা যায়।
মাঝের কবর খোড়া২ দেখে লোকেরা কে ছুটিয়া আসে
চিৎকার করে সবাই ঐ আবদুল বারী আসে।
হায় হায় কোথায় ছিলে ২ সবাই বলে ও আবদুল বারি
দেখ তোমার দুই মেয়ে বৌ আছে সারী সারি
রে ভাই চারিদিন আগে ২ একসঙ্গে মরে তিনটি প্রাণ
অনাহারে মারা গেছে জানা গেল সন্ধান
আজ এই সকাল বেলা২রাখালেরা জানায় গ্রামের উপর
ফেটে গেছে দুই ফাক হয়ে জহুরার কবর।

কান্নার আওয়াজ উঠে ২ সবাই ছুটে এলাম তাড়াতাড়ি
স্বকর্ণে শুনিয়া আওয়াজ হাতে কোদাল ধরি ।
কবর খুড়ে দেখি ২ আহা কি মোর্দ্দালাশের বুকে
উপুড় হয়ে কাঁদছে ছেলে স্তন আছে তার মুখে ।
স্তনে দুধ ভরা ২ স্তন বুথরা কিছুই পচে নাই
বসে পড়ল আবদুল বারী কবর পাশে ভাই ।
ডাকে ও জহুরা ২ প্রাণের জহুরা ক্ষমা কর মোরে
মা মতিজান মা ময়জান বুকে চেপে ধরে
তোমার অধম পিতা ২ প্রাণের ব্যথা সহিতে না পারে
এই বলিয়া আবদুল বারী ফিট হইয়া পড়ে
মাথায় পানি ঢালে ২ লোকে বলে দাঁত লাগিয়া গেছে
ঢালো পানি আনি ডাক্তার পাশে ডাক্তার এসে
কল লাগাল বুকে ২ দেখে বলে নিঃশ্বাস নাহি ছাড়ে
ডাক্তার বলে দারুণ শোকে হাটফেল করে মরে
প্রাণ আর নাইকো ধড়ে ২ হায় হায় কাঁদে নরনারী
সাঙ্গ হল কবির কবিতা করিল আবদুল বারী
চারিজন পাশাপাশী ২ সবাই আসিয়া জিয়ারত করিল
নিঃসন্তান খালেক মিয়া ছেলেটি নিয়া গেল ।

ধন্য খোদার মহিমা

[কবিতা সমাপ্ত]

মাঝির দুঃখের গান

পয়সা নাই যার মরণ ভাল এ সংসারেতে
পয়সা ভিন্ন কেউ করে না মান্যগণ্য এ জগতে
টাকা পয়সা থাকলে পরে ভাই বন্ধু সব আদর করে
টাকা পয়সার অভাব হলে ভাই বন্ধু সব সরে পড়ে
পয়সা নাই যার — — জগতে।
সারাদিন খাটী খুটি অনাহারে বুঝি জীবন যায়
ভাই বন্ধু সব পর হইয়াছে কে দেখবে আমায়
পয়সা নাই যার — — জগতে
তোদের লাগিয়া বিদেশে যাইয়া নৌকা বাইয়া খাই
বাড়ী এসে দেখি তোদের কবরে হয়েছে ঠাই
পয়সা নাই যার — — জগতে।
আমার জনম গেল দুঃখে দুঃখে সুখের দিনত হলোনা
বিধির ফেরে পড়ে আমি তোদের আর দেখা পেলামনা
পয়সা নাই যার — — — জগতে।
মনের দুঃখ মনে রইল ওহে মালেক সাই,
এ জগতে আমার মত গরীব যে কেহ নাই
পয়সা নাই যার — — জগতে।